কাস্টমার

-বিপ্লব

নীল-লাল- আলো-আঁধারি। এসিড রক। পেছনে চেয়ার, বুকের সামনে টেবলে গোগোড্যান্সারের উন্মুক্ত বুক। মধ্যে শ্রান্ত দেহে আফ্রিকান ড্রামের হৃদয়স্পন্দন। ফূর্তির পাশ্চাত্য গদ্যে নগ্ন নর্তকীর স্তনযুগলের বিষ নিশ্বাস ওর নাকে। তিন জাহাজ ভর্তি জাভা-ভিসিপি-এক্সমেলে খসখস করা মাথা-তাই নাইটক্লাবের জেটিতে মালখালাস। রিল্যাক্সেশন-হাল্কা হওয়া-টেনশন কাটানোর যৌন প্রেস্ক্রিপশন।

মাথা থেকে লাস্ট বিলড এর চিন্তাটা পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার আগেই স্টিভের ফোন।

স্টিভ। স্টিভ জনসন। সুমনের বস। ভি পি। সুমনের ঈশ্বরের সাথে যার সহাবস্থান। পার্থক্যটা শুধু ভক্তি বনাম ভয়ের। কঠিন পরিশ্রমের জন্য বসের থ্যাঙ্কস। নেক্সট লে অফের সময় মনে রেখো গুরু-না- এই দুর্দিনে সুমনের প্রত্যাশার কলস এতোটুকুই।

চল্লিশবিলিয়ান ডলারের কাস্টমার ভারিজন ওয়ারলেসের ড্যাক্স বক্সের ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার পরিচর্যার দায়িত্বে সুমনের কোম্পানি-ব্লু কমুনিকেশন। কাস্টমার প্রবলেম আসতেই থাকে। ওরা সমাধান করে সফটওয়ারের নতুন বিলড বানাতেই থাকে।

কমপ্লেইন, সলুউশন, নিউ বিলড, টেস্টিং, মডিফিকেশন আর রিলিজ। এই নিয়ত বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে সুমনের জীবন। যেমন কেটেছে শেষের চারদিন। ল্যাবেই ঘুম। ল্যাবেই খাবার পাঠিয়েছে কোম্পানি। একটানা একশোঘন্টা খাটার পর বাগটা- মানে সফটওয়ারের ত্রুটিটা এখন আর নেই। একশো ঘন্টা ধরে খরের গাদায় সূঁচের সন্ধান। ওটা দূর করে, নতুন বিলড তুলে দিয়ে মুক্তি। ক্রীতদাস থেকে দাসানুদাশ মানুষ। তবুও মানুষ।

বিলিয়ান ডলারের কাষ্টমারের মেগাপ্যাস্কেল চাপে চারদিনেই সমাধান। ঘুম নেই শেষ চাররাত। তাতে কি? চাকরিটাতো আছে! চারিদিকে টেলিকম শিল্পে যে ছাঁটাই চলছে, তাতে সামান্য অবাধ্যতা, নিদ্রার জন্য একটু ফাঁকি মারা মানে ছুটকারা। কোম্পানীর হাতে গ্রীনকার্ড। দুমাস আগে মাইনা কমেছে। কাজের চাপ বেড়েছে দ্বিগুন। ৪০% কর্মী ছাঁটাই তিন ধাপে।

খাটিয়ে বলে, ওর মাথাটা এখনো অক্ষত। হিজ হেড স্টিল কাওন্টস। ডাওন টার্নের সময়। রেডব্যাঙ্ক, হোমডেল এই সব শহরগুলো আগে ছিলো টেলিকমের মক্কা-এখন কবরস্থান। গত দুবছরে একটাও কোন সপ্তাহ যায় নি, যে হপ্তায় ওর চেনা কোন লোকের লে অফ হয় নি। দুবছর আগে যদের সাথে টেনিস খেলতো, উইকেন্ডে লং ড্রাইভে যেতো-সব্বাই হাওয়া। ছাঁটাইয়ের দুষিতবাতাসে গায়েব হওয়া লাশ। রেড ব্যাঙ্কে ওদের বিশাল পাঁচতালা অফিস। আগে পার্কিং পেতো না-এখন বিশাল পার্কিং লটের অধিকাংশ ই ফাঁকা। ওর পার্কিং স্পটটা কবে ফাঁকা হবে তার প্রতীক্ষা।

এতেব প্রবল তুষারপাতে এস্কিমোদের মতন বরফের ইগলুতেই চর্বিজ্বালিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। সারভাইভাল অব দি ফিটেষ্ট। ইদানিং ওটাও ক্লিশে। বহুচর্চিত। বলা হচ্ছে এডাপ্ট টু সারভাইভ। পাইপের বেধ দুফুট না দু ইঞ্চি দেখার সময় নেই। দেহটাকে ঢুকিয়ে দাও-ওর মধ্যে দিয়ে পাস করাতেই হবে-পোষাকি তকমা এডাপ্টেশন। অভিযোজন। নইলে মৃত্যু বা দূষিত নদীতে শুশুকের মতন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ।

চাররাত না শুয়ে টায়ার্ড। ডগ টায়ার্ড। বিলড তুলেই ছুট। আধঘন্টায় হাইওয়ে নাইন ধরে রেডব্যাঙ্ক থেকে গোগোরামায়। লরেনস হার্বারের সুরম্য পরিবেশে এটা নিউজার্সির বিশ্ববিখ্যাত ন্যুডবার। গোটা আমেরিকা থেকে, কখনো সখনো ইউরোপের সেরা নগ্ন নর্তকীরাও এখানে নাচে। ঢুকলেই আলো আঁধারির স্বপ্নগুহায় কয়েক ডজন সম্পূর্ণ বা প্রায় নগ্ন মেয়েদের ডেরা। পুরো থিয়েটারে দুটো সার্কল। অন্তর্বৃত্তে নাচের টেবল। চারিদিকে নবরত্নের মতন একডলারের খুচরো নোট নিয়ে বসে পনেরো থেকে পঁচাত্তরের পুরুষ। নারীর খেজুর গাছে হাঁড়ি ফেলা মর্দ-দাদুর পাশে নাতি। শরৎ কালে সাদা পায়রার মতন একডলারের নোটগুলো উড়ে যাচ্ছে নর্তকীর বিভজ্ঞারেখার ভাঁজে, গোপন অঙ্গের খাঁজে।

বাইরের বৃত্তে যারা বসে তারা একটু নারী উষ্ণতার দেহপার্থী। অর্ধনগ্ন মেয়েরা আদুলদেহে ওদের কোলে বসে। পুরুষত্বকে দেহত্তাপে ভস্মীভূত করে ল্যাপডানসে রাজী করানো। পাঁচমিনিট নগ্নমেয়েটা কোলে বসে নাচবে-মুল্য কুড়ি ডলার। সেটা সমস্যা নয়-সবার ই বাজেট আছে। সুমনেরও আছে। মাস গেলে পাঁচশো ডলার। তবে প্রায়শ ই লোভ সামলাতে পারেনা বলে ছশো সাতশো বা হাজার ডলার হওয়াও বিরল নয়। কোলকাতার বিহারী খাটুয়াগুলোর যেমন সোনাগাছির জন্য মাসিক তোলা থাকে- আমেরিকায় সংসারছিন্ন ভারতীয় সফটওয়ার শ্রমিকদেরও গোগোবারের জন্য মাসিক বরাদ্দ আলাদা। না থেকেই বা উপায় কি? এই ভরা যৌবনেও মেয়েদের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলার হিম্মত নেই। সফটওয়ারের

বাইরে আমেরিকান ডেটিং বাজারে এদের দর মাটিতে পচতে থাকা পুঁইশাকের চেয়েও কম। আমেরিকান ব্লন্ডদের চোখে এরা ভারতীয় হনুমান। আর লুপ্তপ্রায় প্রজাতির যাওবা দুচারটে ইন্ডিয়ান দ্বিতীয়প্রজন্ম জোটে, তাদের সামলানোর মতন ক্যালি নেই! ফলে নিউজার্সির এই ক্লাবগুলোতে ব্যাচেলর ভারতীয় সফটওয়ার কর্মীদের ভীড় খুব বেশী। দুবছর আগে মার্কেট যখন এভারেষ্ট শৃঙ্গে তখন গোগোরামাতে যেদিকেই তাকাও আচারের গন্ধ মাখা মুখ, আর তৈলাক্তচুল। এদেরকে অন্য কোম্পানিতে আরো বেশী মাইনা দিয়ে ভেড়ানোর জন্য চাকরীর বাজারের দালালারা এসে বসে থাকতো তখন। মেয়ে নাচাতে এসে নতুন চাকরী তুলে নিয়ে গেছে কত ছেলে। এখন অবশ্য সবটাই ইতিহাস। সবই বাজারসরকারের কৃপা বা কপাল।

ভেতরের টেবিলে বসে ডলারে নোট হাতে ধরে ঝিমুচ্ছিলো সুমন। হঠাৎ ধাক্কা। মেয়েটা টেবিলে ওঠামাত্রই প্রতিটা ধাপে পেশাদারিত্বর মোহময় বিস্তার। দেহের অন্তর্বাস খুলে নেওয়া থেকে, পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরানোর মধ্যে শরীরের মাদকতা। মালটা স্টুডেন্ট না। নগ্ন নর্তকীদের একটা বড় অংশই কলেজ ছাত্রী-খরচ চালাতে এ পথে নামে। তাদের বস্ত্রবিসর্জন গতানুগতিক। মাগীটা সেগোত্রের নয়-সাংঘাতিক তৈরী। অসম্ভব সুন্দরীও বটে। আমেরিকান আমেরিকান নয়-কালো টানা টানা চোখ। ভারতীয় না হলেও, কাছাকাছি। মুহুর্তের মধ্যে মনস্থির-আজ এর কাছেই ল্যাপডানস নেবে। মেয়েটা নৃত্যরত অবস্থায় মুখে মুখ, ঠোঁটে ঠোঁট আর বুকে বুক ঘসছে। খরিদ্দার ধরার চেষ্টা। সুমনের কাছেও এলো। ও পাঁচটা একডলারের নোট মেয়েটার স্তনের খাঁজে গুঁজে দিয়ে চোখ টিপলো। এটা নাইটক্লাবের ইঙ্গিত-মানে পরে দেখা করার ইসারা। ল্যাপড্যান্স নেওয়ার জন্য।

মেয়েটা নেমে যেতে ও আউটার সার্কলে। ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে-এখন পোষাক বদলে কখন আসে তার প্রতীক্ষা। সাতটা বাজে সবে। আটটার মধ্যে সব কুকর্ম সেরে ঘরে গিয়ে ঘুমাবে-আপাতত এটাই প্ল্যান।

চারদিন না ঘুমানো শরীর। মাথাটা প্রায় ঢুলে আসছে। ঝিমুনি ভেঙে যখন সম্বিত ফিরলো-পাক্কা আটটা। মেয়েটা তাও আসে নি। পোষাক বদলানো মানে ন্যাংটো শরীরে একটা জি স্টিং টাঙাবে! তাতে এতোদেরী!

মানে ওর মতন আরো পাঁচটা পুরুষ ওর পেছনে আজ। সুমন আজ তিনবছর হলো এই গলিতে-বুঝলো হেভি ডিমান্ড। মানে খাতায় নাম লেখাতে হবে। মেয়েটা এক ছোট্ট অন্ধকার ঘরে ছেলেদের কোলে বসে নাচছে। পাশের ঘরের জকিটা ওর বুকি-মেয়েটাকে হুকিং এর জন্য ওখানেই বুকিং।

মাথা ঝিম ঝিম। আসে পাশে সুন্দরীরা যে নেই তা না। বরং একটু বেশী সুন্দরী। এমন গায়ের রং, চোখের টান, সুগোল স্তন আর লম্বা গড়ন পেলে মা ধরে বেঁধে এখুনি নির্ঘাত বিয়ে দিয়ে দিতো! গতদুবারে কোলকাতায় গিয়ে যত সুন্দরী কনে দেখেছে, তারা এদের ধারে কাছেও নেই! অথচ এখন এদের মনে ধরে না! প্রথম প্রথম যখন মাদ্রাস থেকে এসেছিলো-তখন এতো বাছবিচারের খেমটা ছিলো না। শালা, পঁচিশবছর বয়স অব্দি একটা মেয়েকে চুমু পর্যন্ত খেতে পারে নি! এখনো পয়সা দিয়ে খেতে হয়। এমন অপদার্থ পুরুষের আবার বাছবিচার! মনে মনে হাঁসছে সুমন।

কাল শনিবার। চাকুরিজীবি পৃথিবীর ছুটি-কিন্তু ওকে ছুটতে হবে কাকভোরে। টেস্টিং টিম আজ রাত থেকেই ওর বিলডটাকে নিয়ে কাঁটা ছেঁড়া শুরু করবে। মেজর মডিফিকেশন রিকোয়েষ্ট থাকলে পেজারে কাঁপুনি

দিয়ে জ্বর আসা মাত্র আবার সফটওয়ার ছারপোকার চিরহরিৎ অরণ্যে ব্যাঙাচি শিকার। আজ রাত্রে ঘুমটা বড় দরকার।

না। মেয়েটা মাদকতা ধরিয়েছে। টোট্যাল। কি আর আছে! বড়জোর আরো কয়েকরাত নিদ্রাহীন ভাবে বেঁচে থাকা। কিন্তু বছর ঘুরলেও এমন মেয়ে আবার কবে পাবে ঠিক নেই। সাত পাঁচ ভেবে নামটা বুকিং লিস্টে তুললো। ওর আগে লাইনে পাঁচ জন আছে। মানে মেরেকেটে ঘন্টা খানেকের ব্যাপার। কি আর এমন। জীবনটাইতো এই। কষ্টার্জিত অপেক্ষা বিনা ভালো জিনিস জোটে?

চোখ বন্ধ করে লম্বা নিশ্বাসে ক্লান্তিবিসর্জনের চেষ্টা করে সুমন। আহা কতো ভালোই না ছিল স্কুল কলেজের জীবন। সময়, পৃথিবী চলতো তাদের গতিতে। ও চলতো নিজের মেজাজে। ইদানিং মিটিং এ এক মিনিট দেরীতে ঢুকলে ভিপির রক্তচাহুনি। উপরি পাওনা কলিগদের বক্কিমী হাঁসি। ফুটন্তভাতে আলুসেদ্ধ হয়ে কাটে বাকী মিটিংটা। একটা বাড়ি, একটা টয়টা গাড়ি আর চওড়া চওড়া হাইওয়ে। ব্যাস। শুধু এইটুকুর জন্য হরিদার ফুচকা, ছেলেবেলার বন্ধুদের সাথে রকে বসে আড্ডা , মাসতুতো পিশতুতো ভাইবোনগুলোর সাথে খুঁনসুটি- মায়া হয়ে আকাশে। আড্ডা, ভাইবোন, বাঙলীত্ব, ভারতীত্ব-সব ভাববাদ। ছোঁয়া যায় না। গাড়ী, বাড়ি এগুলো সব বাস্তব- রিয়েল-ছোঁয়া যায়। তাই। মাটি কামরে সরীসৃপ হামাগুরি আজ্কল স্যামের দেশে।

ঘরিতে দশটা। এতোক্ষনে ওর টার্ন আসার কথা। বুকির কাছে লাইনের সংবাদ নিতে ছুটলো। এখনো তিনজন লাইনে! বলে কি লোকটা! একেক জন একঘন্টা করে মেয়েটার কাছ থেকে সার্ভিস নিয়েছে! মানে প্রতিটা কাষ্টমার আড়াইশো ডলারের সার্ভিস নিচ্ছে! ‘ দ্যাটস লিলি ম্যান-উ গট্টা ওয়েট’-বুকির কথায় সম্বিত ফিরলো সুমনের। ক্যুল ম্যান- মেয়েটা জানে ছেলেদের পকেট হাল্কা করার ফর্মুলা! অথবা মেয়ে হয়ে জন্মালে ফর্মুলাটা জীবনসিদ্ধ! অন্য নর্তকীরাদের কাছে থেকে দুটো নাচ নেওয়ার পরেই ওর বোর লাগে-আর লিলির কাছ থেকে খরিদ্দাররা দশটা বারোটা করে নিচ্ছে! দুশো, তিনশো ডলার একঘন্টায় মায়ামাল!

আর মেয়েটাই বা কি? এক ঘন্টা করে টেনে দিচ্ছে! পেলোই বা দুশো তিনশো ডলার। শরীর বলেওতো একটা ব্যাপার আছে! পরক্ষনেই মনে হলো, লিলি যদি আট ঘন্টাও খেটে থাকে, ওর আজকের রোজগার অন্তত পক্ষে দুহাজার ডলার। কি করে মেয়েটা এতো টাকা দিয়ে? কি কাজে আসে এতো টাকা? রাত দুটো পর্যন্ত যে ছেলেদের সার্ভিস দেয়, তার বয়ফ্রেন্ডব বা সংসার নেই বলাই বাহুল্য। চাইলেই যার পায়ে লটকাবে হাজারে হাজারে সক্ষম পুরুষ, কিসের জন্য তার এতো অর্থলিপ্সা?

ঝিমুনিটা কেটে মাথাটা এখন দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। ভারতে টেলিকম সফটওয়ারের সব চাকরী চলে যাচ্ছে-ওরটাও যাবে কোন একদিন। রেজুমেটা নকরি ডট কমে ছাড়া মাত্র, ব্যাঙ্গালোর, হাইদ্রাবাদ থেকে হেডান্টারদের অহরহ তাগদা। মাসমাইনে লাখটাকা। সুমনের বাবা রিটায়ার্ড। মা এখনো চাকরীরত-অবসর নিতে দুবছর বাকি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মাইনে পান মোটে চোদ্দহাজারটাকা। হ্যাঁ-ভারতে গেলে দিন কাটবে রাজার হালেই-দুটো চাকর-একটা চাকরানি। এখানে স্টিভ ওর ভিপি- দেশে ফিরলে ও নিজে পাবে ভিপির পজিশন। তাছারা বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মুখাগ্নি অথবা মুখাগ্নি পর্যন্ত তাদের দেখাশোনা করার সামাজিক চাপটাতো আছেই। ব্যাঙ্গালোরে ফেরার ব্যাপারে তাই ইদানিং ও বেশ সিরিয়াস।

আবার পরক্ষনেই মনে হয় এই চওড়া চওড়া রাস্তা- হাইওয়ের ওপর দিয়ে মাখন কাটা ছুরিটানা মসৃন জীবন। এই স্বর্গসুখ ছেড়ে, কোন শালা ভ্যাপসা গরমে রাজার রোল নেবে, এ্যাঁ? জোপ্পার জৌলুসে ঘামের গন্ধ ভোলা অতোই সহজ?

ব্যাঙ্গালোর না নিউজার্সি ভাবতে ভাবতেই ঘরিতে মাঝরাত। বেলা একটা। তখনই ওর ডাক এলো। হাট ভাঙার পথে। আর মাত্র আধ ঘন্টা খোলা থাকবে গোগোরামা। মানে ও লিলির শেষ কাষ্টমার।

চোখবন্ধ করে আপেলজুস খাচ্ছে লিলি। সুমন সামনের চেয়ারে বসা মাত্র কাঁধে হাত রাখলো। সামান্য আলোতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লিলি টায়ার্ড। সে যাইহোক। সামনে একটা আস্ত সুন্দরী মেয়ে নগ্ন হয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বসে । এতেব ঘুম এবং ক্লান্তি দুটোই এখন গ্রীষ্মের কাকভোরে লোডশেডিং রাতের ঘর্মাক্ত বেদনা।

-জনাবের নাম?
-স্যাম । আমেরিকানদের পুরো নাম ডাকার ক্ষমতা নেই-তাই ও এখন স্যাম।

-আমি খুব টায়ার্ড। দশ মিনিট রেস্ট নিলে আপত্তি আছে?

আপত্তি কেন থাকবে! একটা পুরো ন্যাংটো মেয়ে দশমিনিট ওর কাঁধ হাত দিয়ে গল্প করবে। বিনা পয়সায়। এতো সোনার চাঁদ মামা!

-না না। দশ কেন, আধ ঘন্টা যত খুশী রেস্ট নাও। আমি দেখছিলাম তুমি খুব ব্যস্ত।

-হ্যাঁ, মাসে মাত্র একবার এখানে আসি, তাই!

-তোমার চলনে বলনে হলিউডি ছাপ! তাই আমিও টায়ার্ড হয়ে বসে ছিলাম তোমার অপেক্ষায়।

-আশ্চর্য্য! কি করে বুঝলে!

-পায়ের চলার ভঙ্গীতে। এই ক্যাটওয়াক দেখি শুধু টিভিতে।

-স্মার্ট ডুড। হ্যাঁ, প্রায় দু ডজন সিনেমায় ছোটখাটো রোলে ছিলাম আর কি। যদি ওগুলোকে সিনেমা বলা যায়।

-হলিউড ছেরে এখানে কেন?

-কেন নয়। আমি এখন বত্রিশ। মানে হলিউডে বুড়ি। আমিতো আর জুলিয়া রবার্টস নই। দেহ ভাঙিয়েই খেতে হয় আমাদের। চরিত্রাভিনয়ে আমাদের ডাকে কে?

-বত্রিশ! আমি ভাবছিলাম বাইশ!

-বা বা! তোমার মতন কাস্টমারদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক!

-তা হ্যাঁ হলিউড ত্যাগ করে এখানে কেন?

-ত্যাগ! ছিলাম ই বা কবে! বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিদিন পরিচালকদের সাথ শুয়ে বড় জোর চারটে থেকে পাঁচটা ছোট রোল। তাও দেহ দেখানোর। পোষাক খোলা আর শোয়া। এইতো অভিনয়। তাও এক একটা রোল পেতে একশো জনের সাথে শুয়েছি এমনও হয়েছে। গুনে দেখলাম ওই একশোবার চার্জ করলে, অনেক বেশী টাকা রোজগার করতাম। তাই নায়িকা হওয়ার লোভ বিসর্জন দিয়ে টাকা রোজগারে মন দিয়েছি! একসময় স্কুলে এক্টিং এর সব প্রাইজগুলো ছিলো আমার । অথচ এতোবার দেহবেচেও চরিত্রাভিনয়ের শিকে ছিঁড়লো কই!

- ব্যাডলাক।

-দুত্তোর। আমার মতন হাজারে হাজারে মেয়ে হলিউডের রাস্তায়। তার চেয়ে এই বেশ ভালো। যা খাটি, উসুল হান্ড্রের্ড পার্সেন্ট। খেদহীন জীবন।

-এতো টাকা নিয়ে হাড়ভাঙা খেটে কি লাভ?

-আমার সাপ্তাহিক ক্রেডিটকার্ড বিল পাঁচ হাজার ডলার। তুমি মেটাবে?

-কি করে করো এতো খরচ?

-ভালো কথা। আমার লুয়াস্থুর্গিনি, ভ্যাকেশন, ডিজাইনার চয়েসে খরচ হতেই থাকে।

-ওগুলো কি খুবই দরকার লিলি?

-ঠিক ই বলেছো। দরকার নেই। ম্যাকে ছডলারে কাজ করেও সবাই বেঁচে থাকে। কিন্তু এই অনর্থক লোভটা না থাকলে আমাকে আদর করতে কি করে হানি? টাকার এতো দরকার বলেই না আজ আমাকে দুহাতের মধ্যে পাচ্ছো? সত্যিকথা বলতে কি আমি ইন্ডিয়ান কাষ্টমারদের একদম পছন্দ করি না। চুল থেকে ভ্যাপসা বোঁটকা গন্ধ । তারপর আনাড়ি হাতে আমার বেলুনগুলো টেপে-টেপাটেপির ব্যাপারে একদম অনভিজ্ঞ।

লিলি খোলা চুল উড়িয়ে হেঁসে নিলো।

এতোটা ভাবে নি সুমন। ও কোথাকার এক মফঃশহরের ছেলে। সে কিনা হলিউডের এক নায়িকার স্তন নিয়ে মাখামাখি করছে! এটা কি ওর ক্যালি? না কি বাজার অর্থনীতির ম্যাজিক? মার্কেট চাঙ্গা থাকার সময়, বাজারের শক্তি ওকে এখানে উড়িয়ে এনেছিলো। আর ও সব কিছু-মাই বাবা-মা,ভাই বোন সব কিছুর মায়া মমতা কাটিয়ে ডলারে লোভে এখানে! শুধু মেয়েটারই দোষ? আসলে ওদের দুজনের ই ডলারের লোভ আছে বলেই না বাজারের এতো শক্তি! হলিউডের নায়িকার নিটোল তরমুজযুগল কাটোয়ার এক গেঁয়োভুতের তালুবন্দী। অর্থের লোভে অতীত, অতীতের গরিমা, বংশ ঐতিহ্য, ত্বকের রং,

সংস্কৃতির শ্রেষ্টত্ব, স্থান কালের পার্থক্য ধুয়ে মুছে সাফ। বর্ণবিদ্বেষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য হাওয়া! বেঁটে, লম্বা, কালো, সাদা মানুষ গলে তেরী বাজারি মানুষের কয়েন। মেলটিং পটের মুদ্রা। সত্ত্বার দুই পিঠ-ক্রেতা আর বিক্রেতা। এই অর্থহীন অর্থলিপ্সার সবটাই কি খারাপ নাকি?

কথা বলতে বলতে লিলি ওঠে ওর কোলে-ক্লান্ত ঘারের ওপর আরো বেশী ক্লান্ত মাথাটা রেখে গানের নতুন সিকোয়েন্সের অপেক্ষা। শুরু হলেই ওর শরীরের প্রতিটা বিক্রয়যোগ্য প্রত্যঙ্গের কম্পমান স্পর্ষে অস্থির করে তুলবে সুমনের পৌরুষত্ব।

-কাল সকালে ছটায় ফ্লাইট ধরতে হবে। উফ আর পারি না।
-আমাকেও ছুটতে হবে সকালে। শুধু কখন, সেটাই জানি না।

মিউজিক শুরু হয়। কিন্তু কোথায় সেই মাদকতা?

লিলির নগ্ন দেহের ক্লান্তিময় লাস্যের স্লথ সঞ্চালন স্তব্ধ হয়ে আসে নীরবে- সুমনের দেহটাকে দৃঢ় আলিঙ্গানে বেঁধে সুখনিদ্রায় ঢলে পড়ে গোধুলী সুর্য্যের অন্তিম রক্তাভ হলিউডি ছটা। আর লিলির সুতোহীন দেহটাকে জরিয়ে ধরে ওর তিনকিলোটনের জাভাদীর্ণ মাথাটা ডুবন্ত জাহাজের ভেসে থাকা মাস্তুল তখন। হলিউডি, নর্তকী সত্ত্বা মোমের মতন গলে অবশিষ্ট নারীটুকু এক নরের দেহে আশ্রয়পার্থী। আর চারদিনের পুরুষালী অবসাদ নারীত্বের মমত্বআকাঙ্খী। যে মোহময়ী মমতার নিরাপদ উষ্ণতায় ও মাথা রাখতো ওর মায়ের কোলে-যে নীড়ের সন্ধানে যাজাবর পুরুষ উড়ে চলে সাইবেরিয়া থেকে আফ্রিকা।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়ে ছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

বাজারের উত্তাপে মোম গলে। বড় ছোট সব মোমবাতি গলে অতীত হয় তাদের ব্রান্ড, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ-বেঁচে থাকে অবশিষ্ট সামান্য কালো কালো তলানি। তবুও ওরা গলেনা কখনো। ছড়িয়ে গিয়ে মিশে যায় একে ওপরের সাথে। মোমের পুরাতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদারো -বা মানুষের জন্য, মানুষের মধ্যে, মানুষের মতন বেঁচে থাকা।

চাঁদের কোনে পালকপেঁজা মেঘ
আর
সাইক্লোন হানায় বিধ্বস্ত উদ্ভিদ কংকাল
ধ্বংশের শেষ অবশিষ্ট যা কিছু
ওরা বেঁচে থাকে-
রোমান সাম্রাজ্য
আর সিজারের মৃত্যুর অনেক অনেক দিন বাদেও
ওরা চিরজাগরুক।

দুজনেই গভীরনিদ্রায়। ক্লান্তির উত্তাপে গলে আলিঙ্গানরত অর্ধনারীশ্বর। নাক ডাকার শব্দ ক্রমশ পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। ঘুম ভাংলো বুকির চিৎকারে। রাত দুটো-আর অনুমতি নেই ক্লাব চালানোর।

কতক্ষন সার্ভিস পেয়েছে জানে না সুমন। ঘুমাচ্ছিলো। লজ্জায় একটা একশো ডলারের নোট বার করে। ডলারের গায়ে ঘুমমিশ্রিত ঘৃণার থাপ্পর মারে লিলি। ওর সত্তা এখনো স্বপ্নসমুদ্রের নিরাপদ আস্তানায়। লাথি খেয়ে ডলার ঢোকে স্বস্থানে-পকেটের সুখি গৃহকোনে।

পরম মমতায় সুমনের ঠোঁটের গভীরে গভীরতম চুমু খেয়ে লিলি বললো-গুড নাইট!

ক্যালিফোর্নিয়া ১১/১৭/০৬